দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৫ উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে একথা বলেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আজিজ আহমেদ চৌধুরীও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি শিশুর হৃদয়ে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, আসুন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা সবাই একযোগে কাজ করি।

শিক্ষা বিস্তারে সরকারের সামগ্রিক ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, এখন স্কুলে যাবার বয়েসী শতকরা ৯২ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হচ্ছে এবং ঝরে পড়ার হার শতকরা ২০ ভাগ কমেছে। মেয়েদের ভর্তি ও উপস্থিতি স্কুলগুলিতে বেড়েছে। তিনি বলেন, চার বছরে দেশে সাক্ষরের হার বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান শর্ত শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা তার বুনিয়াদ। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা তাঁর সরকারের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তিনি বলেন, এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য তাঁর সরকার শুরু থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবচেয়ে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেশী গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যার ইতিবাচক প্রভাব সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বেগম জিয়া বলেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস প্রায় একশ বছরের। এই এক'শ বছরে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তৎপরতা থাকলেও সকল মানুষের শিক্ষার জন্য সামগ্রিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম সকল মানুষকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনামলে তা বাতিল করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের রায়ে পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর সরকার সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিক্ষা খাতে বাজেটে সর্বাধিক বরাদ্দ দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এ বছর প্রাথমিক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আট কোটি ২১ লাখ পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রশাসনের সংস্কার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের আমলে যেমন নতুন নতুন স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে তেমনি সকল সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজ চলছে। তিনি বলেন, যেখানে এখনও প্রাইমারী স্কুল নেই সেখানে স্থাপন করা হয়েছে কমিউনিটি স্কুল। স্থানীয় জনসাধারণ এই স্কুলগুলি পরিচালনা করছে। দুর্গম এলাকার জন্য স্থাপন করা হয়েছে স্যাটেলাইট স্কুল। তিনি বলেন, স্কুল গেছে শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায়।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের অনেক অভিভাবক দারিদ্র্যের জন্য ছেলে-মেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে রোজগারে পাঠিয়ে দেন। সে অবস্থার অবসানের জন্য তাঁর সরকার 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালু করেছে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচীর আওতায় ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠালে গরীব পরিবারকে খাদ্য দেয়া হয়। এর ফলে প্রায় ১২ লাখ পরিবার উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। এই কর্মসূচী আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি আবৃত্তি, পল্লীগীতি, উপস্থিত বক্তৃতা, একক অভিনয়, নৃত্য, অংকন, জাতীয় কাব ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার দেন। এছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ কাব সংগঠন, শ্রেষ্ঠ ওয়ার্ড কমিটি এবং শ্রেষ্ঠ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঢাকা জেলার লালবাগ থানার নবাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সালেহা বেগম, হবিগঞ্জ জেলার সদর থানার রসুলগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক এবং নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার ভেড়ভেড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জাতীয় শিক্ষক পদক পেয়েছেন। কক্সবাজার জেলার রামু থানার রামু কেন্দ্রীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আ ন ম আজগর হোসাইন শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক, ময়মনসিংহের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর উপপরিচালক অজিত প্রসাদ চৌধুরী জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তা হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন।

জাতীয় সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার হিসাবে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে ঢাকা বিভাগে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার মুহম্মদ কামালউদ্দিন দেওয়ান, বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার দৌলতখান থানার মোস্তফা মাসুদ এবং খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার সাইফুদ্দিন মুত্তাকী। জাতীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি পুরস্কার পেয়েছেন সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারের ম্যানেজার মোহাম্মদ শহীদুল হক।

প্রধানমন্ত্রী জেলা পর্যায়ের ৬৫ জন শিক্ষক, বিভাগীয় পর্যায়ে ১৫ জন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করেন।

বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানার পাতারহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়; মৌলবীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার পশ্চিম ডাড়াউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ কাব সংগঠন, বরিশাল জেলার সদর থানার আমানতগঞ্জ ওয়ার্ড কমিটি শ্রেষ্ঠ ওয়ার্ড কমিটি এবং বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার এম কাঁঠালতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির পুরস্কার লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে মেডেল, চেক ও সনদপত্র প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত যে সকল শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা পুরস্কার লাভ করেন তাদের অভিনন্দন জানান। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যারা পুরস্কার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী তাদেরও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "তোমরা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কর, বড় হও এবং দেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে ওঠো।"

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নয়ন কাজ হয়েছে গত ২৫ বছরেও তা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব রয়েছে এবং ২০ থেকে ২৫ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলাদের শিক্ষক নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, বর্তমান সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর জোর দিয়েছে। জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করা না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অধিক হারে স্কুলে আসছে এবং ঝরে পড়ার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে ঝরে পড়ার সংখ্যা শূন্যের কোঠায় আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, কূটনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন থেকে সরাসরি প্রচার করে।